প্রথম আলো

তারিখ 18 JAN 2007
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

৫২ প্রথম শ্রেণীর নেপথ্যে প্রশ্নপত্র ফাঁস,

মোকাররম হোসেন ভূত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ২০০১-০২ শিক্ষাবর্ষে স্নাতকোত্তর পরীক্ষার ফলাফলে হঠাৎ মেধার বিস্ফোরণ ঘটেছিল। ২০০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৫২ জনই প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন, যা শুধু রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ নয়, পুরো বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যই একটি রেকর্ড। পরে জানা যায়, এ মেধা বিস্ফোরণ ঘটে প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার কারণে। এরপর ঘটনা তদন্তে কমিটি গঠিত হলেও দুই বছরেও বিষয়টির সুরাহা হয়নি। অভিযোগ উঠেছে, বিএনপিপন্থী সাদা দলের শিক্ষক অধ্যাপক আতাউর রহমান দোষী প্রমাণিত হচ্ছেন দেখেই কর্তৃপক্ষ ধামাচাপা দিয়েছে।

এ ঘটনায় একাধিক তদন্ত কমিটি গঠিত হয়েছে। সর্বশেষ কমিটির একটি সূত্র জানায়, ফলাফলের সঙ্গে প্রশ্নপত্র ফাঁসের যোগসূত্র থাকার বিষয়টি অনেকখানিই সুস্পষ্ট হয়েছে। ফলাফল প্রকাশেও অনিয়ম ও অস্বচ্ছতা ধরা পড়েছে। তদন্তে দেখা গেছে, পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দপ্তরে জমা রাখার নিয়ম ভঙ্গ করে পরীক্ষা কমিটির প্রধান অধ্যাপক আতাউর রহমান নিজের কাছেই প্রশ্নপত্র রেখেছিলেন। তাঁর কাছে রাখা ৪০৫ নম্বর কোর্সের প্রশ্নপত্র ফাঁসের খবর পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পরও পরীক্ষা নেওয়া হয়েছিল। আতাউর রহমানের বিরুদ্ধে অভিযোগ আসার পরই কর্তৃপক্ষ তদন্তে ঢিল দেয় বলে তদন্ত কমিটির একজন সদস্য নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান।

তদন্ত কমিটি সূত্র জানায়, ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক বাহারুল হক চৌধুরী তদন্ত কমিটিকে বলেছেন, পরীক্ষা কমিটির প্রধানকে প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জমা দিতে বলেছিলেন। এ জন্য আতাউর রহমান তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন এবং তাঁকে বলেন, এ ব্যাপারে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের মৌখিক অনুমতি তিনি পেয়েছেন। চাপের মুখে একপর্যায়ে আতাউর রহমান তিনটি কোর্সের প্রশ্নপত্র পরীক্ষা নিয়ন্ত্রকের দপ্তরে জমা দেন এবং বাকি নয়টি কোর্সের প্রশ্নপত্র নিজের কাছে রেখে দেন।

পরীক্ষা কমিটির প্রধান অধ্যাপক আতাউর রহমানও তদন্ত কমিটির কাছে প্রশ্নপত্র নিজের কাছে

শিক্ষককে রক্ষার চেষ্টা!

রাখার কথা স্বীকার করেছিলেন। তবে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক দুজনই মৌখিক অনুমতি দেওয়ার কথা তদন্ত কমিটির কাছে অস্বীকার করেন।

এ ব্যাপারে তখনকার শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, ১০ কর্মদিবসের মধ্যে প্রতিবেদন দেওয়ার কথা থাকলেও এখনো তা প্রকাশে গড়িমসি চলছে। বর্তমান প্রশাসন বিষয়টি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

তবে সহ-উপাচার্য অধ্যাপক আ ফ ম ইউসুফ হায়দার ভিন্ন কথা বলেছেন। তিনি *প্রথম আলোকে* বলেন, তদন্ত শেষে গত বছর আগস্ট মাসে একটি উপ-কমিটি গঠন করে টেবুলেশন শিট তৈরির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বারবার তাগাদা ও সভা আহ্বান করা হলেও উপ-কমিটি এখনো তাদের কাজ সম্পাদন করে জমা দেয়নি। এ কারণেই বিলম্ব হচ্ছে। এ বিষয়ে তাগাদা দেওয়া ছাড়া তদন্ত কমিটির প্রধান হিসেবে তাঁর কিছু করার নেই বলে অধ্যাপক হায়দার জানান।